জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিন

১০ম বর্ষ | ২য় সংখ্যা | জুন ২০২৩

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা
ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান
চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

উপদেষ্টামণ্ডলী
পরিচালকবৃন্দ
অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম,
জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ,
রুবীনা আমীন, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী
ও মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহ

প্রধান সম্পাদক
মোঃ আব্দুল জব্বার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও

সম্পাদকমণ্ডলী
উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ
মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা,
ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও
মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার
মহাব্যবস্থাপক
রিসার্চ অ্যান্ড প্ল্যানিং ডিভিশন

সহযোগী সম্পাদকবৃন্দ
মোঃ আলতাফ হোসেন, ডিজিএম
রুবেল আহমেদ, এজিএম
উষাতন চাকমা, পিও
রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতার চেতনাকে মননে ধারণ করে এবং 'উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার' শ্লোগানকে উপজীব্য করে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ৫১টি বছর ধরে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হয়ে কাজ করে আসছে। জনতা ব্যাংক বাংলাদেশের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের একটি জনপ্রিয় ব্যাংক।

কোভিড-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি যখন কিছুটা উজ্জীবিত হতে শুরু করেছে, ঠিক সেসময় রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের দামামায় বিশ্বমন্দা আবার ত্বরান্বিত হয়েছে। উন্নত দেশ থেকে দরিদ্র দেশ, বিশ্বময় এর প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দূরদর্শী কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতির এ বিরূপ পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দেশের এ অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনে জনতা ব্যাংক লিমিটেডও বেশ কিছু উদ্যোগ হাতে নিয়েছে। ব্যাংকটির সকল সূচককে উর্ধ্বমুখী করে তোলার প্রয়াসে '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩' গ্রহণ করা হয়েছে। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ অনুমোদিত এ বিশেষ কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ব্যাংকের আমানত ও ফরেন রেমিট্যান্স বৃদ্ধিসহ ঋণ হতে নগদ আদায়ের লক্ষ্যে সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারী সম্মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে।

গ্রাহক তথা সময়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে জনতা ব্যাংক লিমিটেড আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে এর সেবা কার্যক্রম চলমান রেখেছে। গ্রাহক এখন ঘরে বসেই নির্বিঘ্নে জনতা ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করতে পারে। জনতা ব্যাংক সবসময় গ্রাহকসন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দিয়ে সেবা প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও গ্রাহকসেবায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এ অব্যাহত প্রয়াস সফল হোক।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
উন্নয়নে আপনার বিশ্বস্ত অংশীদার

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ১৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার ব্যাংকের অর্জিত সাফল্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিমুদ্দিন বিশ্বাস, ব্যাংকের পরিচালক অজিত কুমার পাল, এফসিএ, কে. এম. সামছুল আলম, জিয়াউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুল মজিদ, রুবীনা আমীন, মেশকাত আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ আসাদ উল্লাহসহ ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকগণ ও কোম্পানি সচিব বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান সভাপতির বক্তব্যে বলেন, "ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিনিয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। জনতা ব্যাংক লিমিটেড দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে দেশ ও জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। এ কারণে গ্রাহকদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সর্বোচ্চ গ্রাহকসন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে।" তিনি ব্যাংকে সুশৃঙ্খল কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার জানান, ২০২২ সালে ব্যাংকের মোট পরিচালন মুনাফা অর্জিত হয়েছে ৯২৮ কোটি টাকা। ব্যাংকের আমদানি ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৭৬ এবং ২৮

শতাংশ। লোকসানি শাখার সংখ্যা ৬টি কমিয়ে ৩৩টিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ২০২২ সালে আয়কর, ভ্যাট ও আবগারি শুল্ক বাবদ জনতা ব্যাংক লিমিটেড সরকারি কোষাগারে ১ হাজার ১৮০ কোটি টাকা জমা করেছে। গত বছর এ জমার পরিমাণ ছিল ৯০৬ কোটি টাকা। এছাড়া জনতা ব্যাংকের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ৫৫ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। তিনি বলেন, "জনতা ব্যাংকের প্রতিটি ব্যাংককর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে।"

এজিএম হাইলাইটস

- ২০২২ সালে শ্রেণিকৃত ঋণ হতে ৩০২ কোটি এবং অবলোপনকৃত ঋণ হতে ১১২ কোটি টাকা নগদ আদায়।
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের গুরুত্ব দিয়ে এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- এসএমই খাতে ২০২২ সালে ২ হাজার ৯৩৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান। এ খাতে ২০২১ সালের বিনিয়োগ ১১ হাজার ৩৬৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ১২ হাজার ৩৬ কোটি টাকায় উন্নীত।
- কৃষি খাতে ২০২১ সালে বিতরণকৃত ঋণ ২ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২ সালে ২ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকায় উন্নীত।

জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি কোম্পানি জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল)-এর ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে জেসিআইএল-এর বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। জেসিআইএল ও জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় হোল্ডিং কোম্পানি জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার, জেসিআইএল পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডার প্রতিনিধি মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও)-সহ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও বিনিয়োগকারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জেসিআইএল-এর চিফ এক্সিকিউটিভ শহীদুল হক, এফসিএমএ নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন ও কোম্পানির সাফল্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান, জেসিআইএল ২০২২ সালে ৫৫ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা পরিচালন মুনাফা অর্জন করেছে। জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরের মার্চেন্ট ব্যাংকিং ক্যাটাগরিতে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর সর্বোচ্চ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরপর দুই বছর প্রথম স্থান অর্জন করায় তিনি শেয়ারহোল্ডারগণসহ সকল নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অভিনন্দন জানান।

সর্বোচ্চ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেল জেসিআইএল

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান জনতা ক্যাপিটাল অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড (জেসিআইএল) মার্চেন্ট ব্যাংকার ক্যাটাগরিতে সর্বোচ্চ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানের (প্রথম স্থান) স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সম্প্রতি ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড (আইএসটিসিএল) আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আইসিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কিসমত উল্লাহ আহসানের হাত থেকে জেসিআইএল'র চিফ এক্সিকিউটিভ শহীদুল হক, এফসিএমএ সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জেসিআইএল'র উপমহাব্যবস্থাপক ও কোম্পানি সচিব মোঃ আনোয়ারুল ইসলামসহ আইসিবির ঊর্ধ্বতন নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরপর দুই বার আইএসটিসিএল-এর মাধ্যমে লেনদেন পরিচালনাকারী মার্চেন্ট ব্যাংকারদের মধ্যে সর্বোচ্চ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান ছিল জেসিআইএল।

লেখা আহ্বান

জনতা ব্যাংক ত্রৈমাসিক বুলেটিনে প্রকাশের লক্ষ্যে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস এবং শাখা পর্যায়ের বিভিন্ন প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ড ও উদ্যোগ, ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যক্তিগত বিশেষ অবদান, নিজের বা সন্তানদের কৃতিত্ব, ব্যাংকে চাকরিজীবীদের অবসর ও মৃত্যু সংবাদ, ব্যাংক বিষয়ক সংক্ষিপ্ত রচনা ইত্যাদি ছবিসহ rps@janatabank-bd.com এই ই-মেইলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

ইনোভেটিভ ব্যাংকিংয়ে জনতা ব্যাংক

মোঃ আব্দুল জব্বার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

সময়ের আবর্তে পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে উন্নততর প্রযুক্তির কল্যাণে ব্যাংকিং সেবা প্রতিনিয়ত নতুন রূপ ধারণ করছে। উন্নত দেশের ব্যাংকিং সেবার উদ্ভাবনী ধারণাগুলো আমাদের দেশের বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চালু করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে একেক ব্যাংক একেক সেবা চালু করছে অন্য বাংককে পেছনে ফেলার জন্যে। এসব ব্যাংক তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন দিয়ে গ্রাহককে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করছে। ইনোভেটিভ ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তারা গ্রাহকের একদম হাতের মুঠোয় ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং, এটিএম বুথ, পয়েন্ট অব সেলস (পস) ও ক্যাশ ডিপোজিট মেশিনের (সিডিএম) পর ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিনও (সিআরএম) চালু করেছে কেউ কেউ। তবে উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রে এসময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বা এমএফএস। ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে এমএফএস বিভিন্ন আঙ্গিকে সম্প্রসারিত হচ্ছে। অত্যাধুনিক গ্রাহকসেবার এ প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেডও অনেকাংশে এগিয়ে রয়েছে। ব্যাংকটি এর নিজস্ব জনবল উদ্ভাবিত বিভিন্ন সেবার মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রথম প্রয়োজন সকল স্তরের জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা এবং সকল পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রমকে গুরুত্ব প্রদান করে সর্বস্তরের মানুষকে ব্যাংকিং সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা। সরকার ইতোমধ্যে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনকে ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করে সকল সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাগ্রহীতাদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ও কম খরচে সহজ প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদান করার জন্যে সার্বক্ষণিক নির্দেশনা প্রদান করে যাচ্ছে। এটা বাস্তবায়নের জন্য সরাসরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের আওতায় সকল মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ-কর্মশালা ছাড়াও কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

এর ধারাবাহিকতায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড উদ্ভাবন কার্যক্রমকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে ইতোমধ্যে বেশ কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। এসব উদ্ভাবনী উদ্যোগ একদিকে যেমন জনতা ব্যাংককে প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক করেছে, অন্যদিকে এর গ্রাহকসেবার ধরনকে সহজ করে তুলেছে। জনতা ব্যাংকের গ্রাহকগণ এখন ঘরে বসে খুব সহজেই তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং লেনদেন সেরে ফেলতে পারছেন।

ই-জনতা

আর্থিক পরিষেবায় উদ্ভাবনী কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জনতা ব্যাংক লিমিটেডের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন i-banking অ্যাপ ই-জনতা। ব্যাংকটির নিজস্ব প্রোগ্রামারদের উদ্ভাবিত এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা একটি Bank বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত পরিষেবাসমূহ যেমন- অন্যান্য অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর, হিসাব বিবরণী দেখা, বিল পরিশোধ করা ও কেনাকাটাসহ অন্যান্য বেশকিছু কাজ একটি স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটের মতো মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার করে যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময়ে (২৪/৭) প্রদান করা যায়। ই-জনতা অ্যাপ দিয়ে চেক বই ছাড়া কিউআর কোড স্ক্যানিং-এর মাধ্যমে জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে টাকা উত্তোলনের সুবিধাও রয়েছে। এছাড়া এই অ্যাপটি দিয়ে ফিন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম ব্যবহার করে বিকাশ ওয়ালেটে অ্যাড মানির সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। মোটকথা, জনতা ব্যাংকের এই অ্যাপটি দিয়ে ব্যাংকিংয়ের বেশ কিছু সেবা ক্যাশলেস করা সম্ভব হয়েছে।

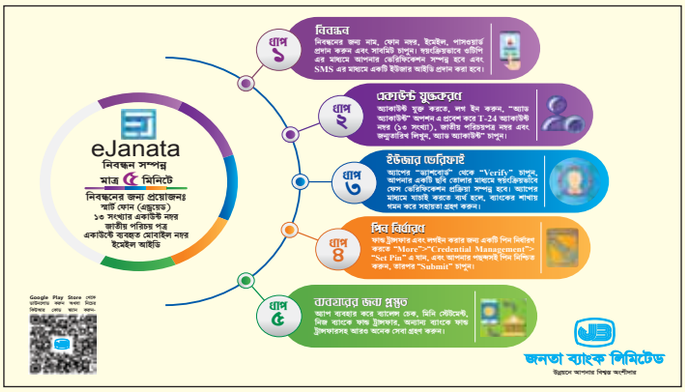

জেবি পিন ক্যাশ

গ্রাহকসেবার মান আরও উন্নত এবং দ্রুততর করার লক্ষ্যে যে সমস্ত ব্যক্তির কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই অথবা যাদের নিকট Bearer Cheque পাঠানো সম্ভব হয় না তাদেরকে PIN Code ও ফটো আইডি'র মাধ্যমে পরিচিতি যাচাই করে টাকা প্রদান করার জন্যে জনতা ব্যাংক লিমিটেড ইতোমধ্যে JB PIN Cash প্রোগ্রাম চালু করেছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাংক হিসাববিহীন কোনো ব্যক্তি জনতা ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে তার প্রত্যাশিত অন্য যেকোনো শাখায় পিন কোডের মাধ্যমে টাকা প্রেরণ করতে পারেন।

e-CIB Inquiry System

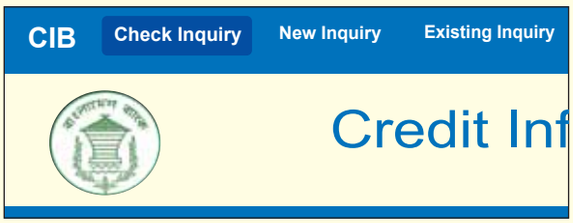

সিআইবি ইনকোয়ারি কার্যক্রম সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে e-CIB Inquiry System উন্নয়ন করা হয় যার ফলে ব্যাংকের ব্যয় হ্রাসের সাথে সাথে সিআইবি রিপোর্ট অনেক কম সময়ে (২৪ ঘণ্টায়) শাখায় বসেই পাওয়া যাচ্ছে। এতে ঋণ গ্রহীতার ঋণ পাওয়ার সময় যেমন একদিকে কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে, পাশাপাশি ব্যাংক স্বল্প সময়ে ঋণ প্রদান করে কাঙ্ক্ষিত মুনাফা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট সেবা থেকে প্রাপ্ত সার্ভিস চার্জের মাধ্যমে ব্যাংকের নন-ইন্টারেস্ট ইনকামও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জেবি ওয়েব বেজড পাসপোর্ট এনডোর্সমেন্ট

বর্তমানে প্রচলিত সিস্টেমে প্রতিটি পাসপোর্ট এনডোর্সমেন্টের দৈনিক তথ্য আলাদা আলাদাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের Online TM Form Monitoring System এ TM Form পূরণপূর্বক পোস্টিং প্রদান করতে হয়। এক্ষেত্রে পাসপোর্টের সংখ্যা বেশি হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয় এবং বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে।

আলোচ্য উদ্ভাবনী ধারণার মাধ্যমে জনতা ব্যাংক কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত TM_XML_Developer_Guide অনুসরণ করে একটি সহজ ওয়েব বেজড সফটওয়্যার উন্নয়ন করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি থেকে Auto Generated .xml format Data বাংলাদেশ ব্যাংকে Online TM Form Monitoring System-এ কম সময়ে অধিক তথ্য আপলোড করা যায়। এতে বিভিন্ন ধরনের ভুলভ্রান্তির সংখ্যা কম হয়। এর মাধ্যমে গ্রাহককে নির্ভুলভাবে অল্প সময়ের মধ্যে পাসপোর্ট এনডোর্সমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হয়।

ব্যাংকিং খাতে দিনকে দিন ডিজিটাল রূপান্তর নতুন কোনো ঘটনা নয়। গ্রাহকদের চাহিদা বিবেচনায় ব্যাংকগুলো প্রযুক্তিনির্ভর সেবার সংখ্যা বাড়ানো অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে ভয়েস ব্যাংকিং প্রযুক্তিও হয়তো অদূর ভবিষ্যতে চালু হবে। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত এবং যারা স্মার্ট ফোন ব্যবহার করতে অনেকটা অপারগ এরকম গ্রাহকদের জন্য এটি বেশ উপকারে আসবে। এক সময় বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ডিজিটাল ট্রেড কাউন্টারও চালু হবে যার মাধ্যমে গ্রাহক তার বাণিজ্যিক লেনদেনের আবেদন ও গুরুত্বপূর্ণ ফাইল আপলোড করতে পারবে। অন্যদিকে সকল প্রকার কার্ড ইস্যুর জন্য সশরীরে ব্যাংকে যেতে হবে না। এর জন্য নির্ধারিত বুথে গ্রাহকের সমস্ত তথ্য ও ছবি আপলোড করলেই কার্ড বের হয়ে আসবে।

'টেকসই উন্নয়নের জন্য উদ্ভাবন' কথাটি এসময়ে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী ক্ষমতা একটি প্রতিষ্ঠানকে আধুনিক অবয়বে চালিত করতে পারে। ব্যাংকিং সেক্টরে নির্বাহী-কর্মকর্তাদের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির উদ্ভাবন গ্রাহকসেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ইনোভেটিভ কাজকে উৎসাহিত করে এবং ক্রমাগতভাবে চর্চায় রেখে একটি প্রতিষ্ঠানকে আধুনিকতার শিখরে তোলা সম্ভব। ব্যাংকের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি কার্যকর। কেননা, ব্যাংকিং খাত পুরোপরি সেবাধর্মী। এখানে সময়ের ব্যবধানে নতুন নতুন আধুনিক পণ্য ও সেবার প্রয়োজন হয় আর যদি সেটার মধ্যে থাকে নতুনত্ব, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। তখন তার প্রতি গ্রাহকদের আগ্রহটা অনেকাংশে বেড়ে যায়। এসব কারণে ব্যাংকিংয়ে ইনোভেটিভ ধারণাটি বেশ অপরিহার্য।

ব্যাংকিং খাতে ইনোভেশন ব্যাংকিং কার্যক্রমে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। স্মার্ট ফোন ও ডাটা প্রযুক্তি এর সাথে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এই তিনের সমন্বয়ে উদ্ভাবিত ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা সর্বস্তরের মানুষের কাছে মুহূর্তেই পৌঁছে যাচ্ছে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে 'ডিজিটাল ব্যাংক' অনুমোদন প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০৪১ সালের মধ্যে দেশের অধিকাংশ লেনদেনকে ক্যাশলেস করার লক্ষ্যে 'ডিজিটাল ব্যাংক' হয়তো খুব শীঘ্রই তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। এসব ব্যাংকে ঋণ প্রদান থেকে শুরু করে সকল কাজ সম্পন্ন হবে ভার্চুয়ালি। গ্রাহককে অত্যাধুনিক ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে এসব ব্যাংক আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং ও ব্লকচেইন প্রযুক্তির মতো চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের টেকনোলজিসমূহের ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

সময়ের ব্যবধানে ব্যাংকিং সেক্টরে প্রতিনিয়ত যোগ হচ্ছে নতুনতর প্রযুক্তি। এর সাথে গ্রাহকের উন্নত ব্যাংকিং সেবার চাহিদাও আকাশচুম্বী হচ্ছে। এ কারণে বর্তমানে প্রচলিত কাগজ-কলমের ব্যাংকিংকে পেছনে ফেলে ইনোভেটিভ ব্যাংকিংকে সাধুবাদ জানানো ছাড়া আপাতত আর কোনো পথ খোলা থাকছে না। এমন পরিস্থিতিতে যেসমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক উদ্ভাবনী উদ্যোগে যতটা এগিয়ে যাবে, প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দৌড়ে সেসব ব্যাংক ততটাই সফল হবে।

জনতা ব্যাংকের বিভিন্ন মতবিনিময় ও ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা

বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর

৬ মে ২০২৩ তারিখে টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুরের আওতাধীন এরিয়া প্রধান ও শাখাব্যবস্থাপকদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. এস. এম. মাহফুজুর রহমান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার বক্তব্য প্রদান করেন। ফরিদপুর বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম আলী আহমেদ খানের সভাপতিত্বে সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার ও নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিভাগীয় কার্যালয়ের আওতাধীন শাখাব্যবস্থাপকগণসহ অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-এ

এরিয়া অফিস, কুড়িগ্রাম

এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-বি

এরিয়া অফিস, ঠাকুরগাঁও

এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-সি

শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের উদ্যোগে ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে রাজউক অডিটরিয়ামে বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার প্রধান অতিথি এবং ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান ও মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণের জিএম এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালী

৩ জুন ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালীতে বিভাগীয় শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনতা ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের পরিচালক কে. এম. সামছুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান ও মোঃ রমজান বাহার বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় কার্যালয়, নোয়াখালীর জিএম মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণসহ অন্যান্য নির্বাহীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিম

জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, ঢাকা-পশ্চিমের উদ্যোগে ১৫ মে ২০২৩ তারিখে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তরের জিএম মোঃ একরামুল হক আকন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ মামুন-অর-রশীদ এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোছাঃ আরজিনা বেগম। এরিয়া অফিসের ডিজিএম আবদুল কাদের মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণ এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণ

২৯ মে ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণের উদ্যোগে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লার জিএম মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ইনচার্জ) সারওয়ার আলম ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খোরসেদ আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ইনচার্জ) ফারুক উদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণ এবং অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-উত্তর

৩০ মে ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-দক্ষিণের, উদ্যোগে শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লার জিএম মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরী প্রধান অতিথি এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ইনচার্জ) ফারুক উদ্দীন আহমেদ ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ খোরসেদ আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। এরিয়া অফিস, কুমিল্লা-উত্তরের সহকারী মহাব্যবস্থাপক (ইনচার্জ) সারওয়ার আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণ এবং অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

৫ জুন ২০২৩ তারিখে ফুড গার্ডেন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ডিজিএম মোঃ মনির হোসেনের সভাপতিত্বে এরিয়া শাখাব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লার মহাব্যবস্থাপক মোঃ হুমায়ুন কবির চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া অফিস, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার এজিএম মোঃ নূরুজ্জামান খান ও বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লার এজিএম মোহাম্মদ খোরসেদ আলম। সংশ্লিষ্ট শাখাব্যবস্থাপকগণ ছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

১৩ জুন ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার ব্যাংকের লোকাল অফিস, জনতা ভবন কর্পোরেট শাখাসহ বিভাগীয় কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপকগণের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ২০২৩-২৪ সম্পন্ন করেন। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার, মোঃ নুরুল আলম, এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আলোচনা সভা

২১ মে ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে চলতি বছরের ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার, মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং জিএম ও ডিজিএমবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার বলেন, "ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতি ও সাফল্যের লক্ষ্যে সকলকে একযোগে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। শাখাপর্যায়ে গ্রাহকসেবার মান বাড়াতে হবে। ব্যাংকের সকল কাজের সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।" শ্রেণিকৃত ঋণ আদায় ও নিয়মিতকরণ, আমানত সংগ্রহ, ফরেন রেমিট্যান্স বৃদ্ধি, দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি এবং বিভিন্ন খাতে ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

জনতা ব্যাংকের অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বারের সভাপতিত্বে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি (অ্যালকো)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ব্যাংকের ডিএমডি মোঃ কামরুল আহছান, মোঃ গোলাম মরতুজা, ড. মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মোঃ রমজান বাহার, মোঃ নুরুল আলম এফসিএমএ, এফসিএ (সিএফও) এবং সংশ্লিষ্ট জিএম ও ডিজিএমগণসহ অন্যান্য নির্বাহী-কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নে জনতা ব্যাংকে ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

৮ জুন ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের 'নৈতিকতা কমিটি'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৪র্থ ত্রৈমাসিক সভা ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার-এর সভাপতিত্বে প্রধান কার্যালয়ের কমিটি রুমে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৈতিকতা কমিটির সকল সদস্য এবং আমন্ত্রিত ৩০ জন নির্বাহী ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নৈতিকতা কমিটির সভাপতি এবং ব্যাংকের এমডি অ্যান্ড সিইও উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি এ ব্যাংকের ২০২২-২৩ অর্থবছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে ৩য় ত্রৈমাসিকে গৃহীত সকল সিদ্ধান্তের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন সেবাসহজিকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনের বিষয়ে এবং সেবাধর্মী সর্বোত্তম আচরণ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান। 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল'-এর রূপকল্প ও অভিলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে ব্যাংকের সকল স্তরে দুর্নীতি নির্মূল ও সুশাসন নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এছাড়া তিনি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অনুসরণপূর্বক বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

দেশব্যাপী জনতা ব্যাংক লিমিটেডের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের সংবাদ

বিভাগীয় কার্যালয়, কুমিল্লা

এটিএম বুথ উদ্বোধন

এরিয়া অফিস, চট্টগ্রাম-বি

অভ্যন্তরীণ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিবিষয়ক সমন্বয় সভা

উলিপুর শাখা, কুড়িগ্রাম

নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু ও গ্রাহক সমাবেশ

নতুন বাজার শাখা, ময়মনসিংহ

নতুন ভবনে ব্যাংকিং কার্যক্রম উদ্বোধন

অসহায়-দরিদ্রদের মাঝে জনতা ব্যাংকের খাদ্য সহায়তা

এরিয়া অফিস, বগুড়া

বড়লেখা, মৌলভীবাজার

বিভাগীয় কার্যালয়, রংপুর

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-দক্ষিণ

বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা-উত্তর

বিভাগীয় কার্যালয়, ফরিদপুর

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বাণিজ্য

মোহাম্মদ রায়হান সেখ রাশেদ
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
এফটিডি-এক্সপোর্ট
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

কোভিড-১৯ মহামারির প্রভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বৈশ্বিক অর্থনীতি বিগত সাড়ে তিন বছরে উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। পণ্য ও আর্থিক বাজারের মূল্যবৃদ্ধি, বাণিজ্য প্রবাহে সৃষ্ট বাধা ও বিনিময় হারের ওপর অনিশ্চয়তার প্রভাব ছাড়াও উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের আক্রমণাত্মক আর্থিক নীতির প্রভাব পড়েছে দেশের অর্থনীতিতে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের ওপর উপরোক্ত বিষয়গুলোর অতিমাত্রায় প্রভাব বিশাল ও বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এসব চ্যালেঞ্জের মধ্যে উচ্চ আমদানি মূল্য এবং আমদানি পরবর্তী মূল্য পরিশোধের ভারসাম্যের প্রতিকূলতার কারণে মূল্যস্ফীতি এবং বিনিময় হারের ওপর চাপ বৃদ্ধি অন্যতম। বাজার পরিস্থিতি দেশীয় বাজারে ক্রমাগত রিজার্ভ হতে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রির সাথে সাথে টাকার উল্লেখযোগ্য অবমূল্যায়ন নিশ্চিত করে, যা ফরেক্স রিজার্ভ অবস্থানের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

বর্ণিত সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ দেশের শীর্ষস্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড প্রতিনিয়ত মোকাবিলা করছে এবং রপ্তানিকারকদের কঠিন সময় উত্তরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিগত ২০২২ সালে জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সর্বমোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২১,৯৭৬.১৬ কোটি টাকা। ২০২৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ৭,৬২৯.১৭ কোটি টাকা, যা অর্জনের হিসেবে ২০২৩ সালের ২৫,০০০ কোটি টাকা রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৬১% (মাসওয়ারী)। এ ব্যাংকের রপ্তানিকারকগণ বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে যেসকল সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করছে তা নিম্নরূপ:

এক. রপ্তানিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত আমদানীকৃত কাঁচামালের উচ্চমূল্যের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধিতে আমদানি মূল্য বৃদ্ধি।

দুই. বৈশ্বিক সংকটে রপ্তানিকৃত পণ্যের চাহিদা হ্রাস, রপ্তানি অর্ডার বাতিল এবং রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসনে বিলম্ব ও জটিলতা।

তিন. ভূরাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশী পণ্যের কয়েকটি গন্তব্যস্থলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পাশাপাশি বহুল প্রচলিত SWIFT নেটওয়ার্কে নিষেধাজ্ঞা।

চার. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে SWIFT নেটওয়ার্ক ও মার্কিন ডলারের ওপর অত্যধিক নির্ভরতা।

উপরোক্ত সংকটের কারণে রপ্তানিকারকদের রপ্তানি হ্রাসের পাশাপাশি পণ্য উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য প্রত্যাবাসনে বিলম্ব হওয়ায় রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসির মাধ্যমে আমদানীকৃত পণ্যের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অপরিশোধিত আমদানিকৃত বিলমূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ওভারডিউ দায় থাকায় নতুনভাবে ঋণপত্র খোলাও ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। রপ্তানিকারকদের এই সংকটের প্রভাব মূলধন যোগানদাতা ও গ্যারান্টর হিসেবে ব্যাংকের উপরও পড়ছে।

রপ্তানিকারকদের উল্লিখিত সংকট মোকাবিলায় ব্যাংক কর্তৃক নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে :

এক. রপ্তানি ঋণপত্র/চুক্তিপত্রের বিপরীতে ব্যাক টু ব্যাক এলসি সুবিধা প্রদানে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করা। বিশেষত চুক্তিপত্রের বিপরীতে বিবিএলসি সুবিধা প্রদান করা হলে রপ্তানি ডকুমেন্ট প্রেরণ করার পূর্বেই ঋণপত্র প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। রপ্তানিকারককে যেকোনো সুবিধা প্রদানের পূর্বে তার রপ্তানি পারফরমেন্স ও ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা যথাযথভাবে যাচাই করা।

দুই. রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিবিএলসি-এর মাধ্যমে সংগৃহীত/আমদানিকৃত মালামালের অবস্থা সরেজমিনে পরিদর্শন ও তদারকি বৃদ্ধি করা এবং যথাসময়ে রপ্তানি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। রপ্তানি অর্ডার বাতিল হলে দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে রপ্তানিকারককে সহযোগিতা করা ও তদারকি সংস্থাসমূহের (বাংলাদেশ ব্যাংক, এনবিআর) সাথে যথানিয়মে যোগাযোগ/রিপোর্ট করা।

তিন. রপ্তানিমূল্য যথাসময়ে প্রত্যাবাসনে বৈদেশিক ব্যাংকের সাথে কার্যকরভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার বিষয়ে সম্যক অবগত থাকা ও রপ্তানি চুক্তিপত্র/ঋণপত্রে তা প্রতিনিয়ত যাচাই করার পাশাপাশি রপ্তানিকারকগণকে যথাসময়ে অবহিত করা।

চার. রপ্তানি বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে SWIFT নেটওয়ার্ক ও মার্কিন ডলারের পাশাপাশি অন্যান্য নেটওয়ার্ক যেমন- CHIPS ও বৈদেশিক মুদ্রা ইউয়ান ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পাঁচ. বর্তমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় ব্যাংক ও রপ্তানিকারকগণের করণীয় বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিনিয়ত নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহের ওপর নির্দেশনা জারি অব্যাহত রেখেছে এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক শাখাসমূহকে তা অবহিত করা হচ্ছে। উক্ত নির্দেশনাসমূহের যথাযথ পরিপালন নিশ্চিত করার মাধ্যমে বিদ্যমান সংকট মোকাবিলায় শাখাসমূহ রপ্তানিকারকগণকে সহায়তা প্রদান করতে পারে।

রপ্তানি বাণিজ্য জনতা ব্যাংক লিমিটেডের আয়ের অন্যতম উৎস যা দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও সহায়ক। যুগোপযোগী, কার্যকর ও দক্ষতার সাথে রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনা করে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলার মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রতিষ্ঠান সাফল্যের চূড়ায় উন্নীত হবে এমন প্রত্যাশা জনতা পরিবারের সকলের।

প্রশিক্ষণ

৩০ কর্মদিবসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স-এর উদ্বোধন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার ৭ মে ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ৩০ কর্মদিবসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (ব্যাচ ০৩/২৩) উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণ কোর্সে জনতা ব্যাংকের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ইনচার্জ (ডিজিএম) আহমাদ মুখলেসুর রহমান এবং অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ব্যাচ ০৪/২০২৩-এর উদ্বোধন

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার ১৪ মে ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকা আয়োজিত ৩০ কর্মদিবসব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের (ব্যাচ-০৪/২০২৩) উদ্বোধন করেন। কোর্সে ব্যাংকের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ইনচার্জ (ডিজিএম) আহমাদ মুখলেসুর রহমানসহ অন্যান্য নির্বাহী ও অনুষদ সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন ।

‘স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম’-এর উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের ‘স্কিল ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম’ (এসইআইপি, ট্রান্স-৩)-এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস ডিপার্টমেন্ট-এর প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিট (পিআইইউ), বরিশাল; জনতা ব্যাংক লিমিটেডের মাধ্যমে ২০ কর্মদিবসব্যাপী ১০০ ঘণ্টার সেশনভিত্তিক উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। কোর্সটি ১৫ মে ২০২৩ তারিখে পুলিশ লাইন রোডের সেলিব্রেশন পয়েন্ট-এ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের নির্বাহী পরিচালক স্বপন কুমার দাশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসইআইপি প্রকল্পের বাংলাদেশ ব্যাংকের চিফ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ নজরুল ইসলাম, ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর যুগ্ম পরিচালক মুহাম্মদ জাহিদ ইকবাল, জনতা ব্যাংক স্টাফ কলেজ, ঢাকার ইনচার্জ (ডিজিএম) আহমাদ মুখলেসুর রহমান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের মহাব্যস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান।

সম্ভাব্য ৬২ জন উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ২৬ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয় যাদেরকে ব্যাংকিং লিটারেসি, মৌলিক হিসাবরক্ষণ ও বিপণন, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি বিষয়ে ২২টি সেশন এবং উদ্যোগ বাস্তবায়নের গাইডলাইন হিসেবে বিজনেস প্ল্যান প্রস্তুতকরণের জন্য ১০টি মেন্টরশিপ সেশন, ১দিন ফিল্ড ভিজিট ও অন্যান্য কার্যক্রমসহ ২০দিনে ১০০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করা হয়। সেশনগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষকবৃন্দ, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জনতা ব্যাংকের অভিজ্ঞ নির্বাহীগণ পরিচালনা করেন। কোর্সটির প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসেবে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশালের এজিএম মোঃ তারিকুল ইসলাম এবং কো-ট্রেইনার হিসেবে প্রিন্সিপাল অফিসার আব্দুল্লাহ আল মাসুদ দায়িত্ব পালন করেন। ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে কোর্সটির সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক মোঃ শওকাতুল আলম, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, বরিশাল-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমানসহ বাংলাদেশ ব্যাংক এসইআইপি প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। সম্ভাব্য উদ্যোক্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান, আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, উৎপাদনশীল খাতে সম্পৃক্তকরণ, দেশীয় কাঁচামালনির্ভর শ্রমঘন সিএমএসএমই খাত উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও সামাজিক বৈষম্য নিরসনে এ প্রশিক্ষণটি বিশেষ অবদান রাখবে মর্মে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া সমাপনী অনুষ্ঠানের দিন প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্নকারী ৭ জন উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ করা হয়।

সময় এখন চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের

INDUSTRY 4.0

শিল্পবিপ্লবের ইতিকাহিনি

পর্ব-৩

১ম ও ২য় শিল্পবিপ্লবের তুলনায় ৩য় শিল্পবিপ্লব ছিল পুরোপুরি ব্যতিক্রম ধারার। ৩য় শিল্পবিপ্লব পৃথিবীকে নতুন দিকে ধাবিত করে, পুরো বিশ্ব চলে আসে এক প্লাটফর্মে।

৩য় শিল্পবিপ্লবের শুরুটা হয়েছিল ইন্টারনেট আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সালে ৩য় শিল্পবিপ্লবের মূল আবিষ্কার কম্পিউটারের মাধ্যমে ইন্টারনেটের সংযোগ বিশ্বময় প্রযুক্তিকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। ইন্টারনেটের আবির্ভাবে বিংশ শতাব্দীর যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপ্তি বিশ্ব বাণিজ্য তথা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিস্ময়কর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দিকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু ই-মেইল আদান-প্রদানের কাজ করা হলেও পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকে এর কাজের পরিধি। সেসময় থেকে শুরু করে আজ অবধি ইন্টারনেট দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কাজ করে আসছে। বর্তমান সময়ে কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ছাড়া এক মুহূর্ত কল্পনা করা যায় না। ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করে তুলেছে এবং সারা বিশ্বকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে।

৩য় শিল্পবিপ্লবের শুরুর সময়টাতে ইন্টারনেট কেবল কম্পিউটারে ব্যবহার করা হতো। ল্যাপটপ বহনযোগ্য হওয়ার কারণে পরবর্তীকালে ল্যাপটপে এবং সবশেষে মোবাইল ফোন বাজারে আসার পর সকল শ্রেণির মানুষ মোবাইলেই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

৩য় শিল্পবিপ্লবের কল্যাণে জাপান, আমেরিকা ও বিশেষ করে ইউরোপীয় দেশসমূহ তাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম, যোগাযোগ খাত ও বিভিন্ন পরিষেবাসমূহ ক্রমান্বয়ে ডিজিটালাইজড করতে শুরু করে। অনলাইন প্লাটফর্মের উত্থানের কারণে বিশ্বব্যাপী বাজার ব্যবস্থার ধরনই পাল্টে যায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার ব্যবস্থায় তখন আর কোনো ভৌগলিক সীমারেখা থাকে না। সবার জন্য উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা চালু হয়।

মানুষের মৌলিক চাহিদা থেকে শুরু করে বিলাসিতা সবকিছুতে তৃতীয় শিল্পবিপ্লবের এই ইন্টারনেট, কম্পিউটার, মোবাইলের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য যেদিকেই দৃষ্টি যাক না কেন সকল স্থানেই এই প্রযুক্তির ছোঁয়া দৃশ্যমান। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে শুরু করে বহুজাতিক কোম্পানির সকল ব্যবসায়ী তাদের সকল ব্যবসায়িক কাজে ইন্টারনেটের ওপর নির্ভর করতে শুরু করে। এছাড়া উৎপাদন, স্বাস্থ্যসেবা ও ব্যাংকিং সেক্টরেও অপরিহার্যরূপে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে অত্যাধুনিক সেবা প্রদানের বিষয়টা লক্ষ্যণীয়। স্বাস্থ্যসেবা খাত ও উৎপাদন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো রাতারাতি উন্নয়নের শিখরে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে ইন্টারনেট প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকিং সেক্টর মান্ধাতার আমলের ব্যাংকিংকে পেছনে ফেলে ডিজিটাল ব্যাংকিং জগতে প্রবেশ করে।

বিশ্বায়নই ছিল ৩য় শিল্পবিপ্লবের অন্যতম অবদান। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্বায়ন পৃথিবীকে নতুনরূপে আবির্ভূত করে। একক বিশ্ব সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয় পৃথিবী।

রুবেল আহমেদ, এজিএম, আরপিএসডি

সিলেটে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন টিম-এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শন

বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন টিম কর্তৃক ২ জুন ২০২৩ তারিখে ২২৫ মেগাওয়াট কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, বিউবো, কুমারগাঁও, সিলেট সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়।

এ সময় বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির অপারেশন ইনচার্জ মুহাম্মদ জালাল উদ্দীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ঘুরিয়ে দেখান এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন টিমকে পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করেন। তিনি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কন্ট্রোল রুমের ABB Symphony Plus সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমগ্র বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি কিভাবে পরিচালনা করা হয় সেটিও দেখান। পরিদর্শনকালে বিদেশি সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর না করে দেশীয়ভাবে এই ধরনের সফটওয়্যার তৈরি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা যায় কিনা সেবিষয়ে আলোচনা করা হয়।

পরিদর্শনকৃত কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট-এ দুটি সাইকেল রয়েছে। প্রথমত, জ্বালানি পুড়িয়ে টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর কাপলিং করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পাশাপাশি টারবাইন থেকে নির্গত তাপ কাজে লাগিয়ে বয়লারের পানি উত্তপ্ত করে বাষ্প তৈরি করে স্টিম টারবাইনে ঘুরিয়ে আরেকটি জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। দুটি থার্মোডাইনামিক সাইকেল বা তাপগতীয় চক্র ব্যবহারের মাধ্যমে অপচয় কমানো যায়। এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিভিন্ন গ্যাসের নিয়ন্ত্রণের জন্য কেমিক্যাল রুম রয়েছে এবং গ্যাস কয়েক ধাপে ফিল্টারিং করা হয়। উৎপাদিত বিদ্যুৎ স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারের মাধ্যমে প্রায় ১৫ কেভিতে রুপান্তরিত করে জাতীয় গ্রিডে পাঠানো হয়।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের পরিদর্শনকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি ডিভিশনের মহাব্যবস্থাপক ও ইনোভেশন অফিসার (আইও) মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার। জনতা ব্যাংক বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ও ইনোভেশন কমিটির সকল সদস্য পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্ভাবনী ধারণা

ছোট্ট অথচ কার্যকরী উপহারের মাধ্যমে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক স্থাপন

মোঃ আমিনুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক (পিও-আইটি)
পাথরঘাটা শাখা, টাঙ্গাইল

সম্মানিত গ্রাহকগণ সাধারণত তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে হিসাব খুলতে ব্যাংকে আসেন। এই সুযোগে যদি তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহযোগিতার হাতটি বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে অতি সহজেই আমরা তাদের সাথে একটা সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি। এতে করে নতুন ও পুরাতন গ্রাহকের সাথে ব্যাংক ও ব্যাংকের কর্মকর্তাদের দীর্ঘস্থায়ী একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

শাখার গ্রাহকদের সাথে সহযোগিতাপূর্ণ আচরণের পাশাপাশি ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকের লোগো সম্বলিত ব্র্যান্ডিং করা কোনো ছোট্ট উপহার যেমন, ছোট্ট ব্যাগ, চাবির রিং, ভিজিটিং কার্ডের আদলে 'পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন কার্ড' (যেখানে ব্যাংক হিসাবের শিরোনাম ও হিসাব নম্বরসহ ব্যাংকের যাবতীয় আধুনিক সেবা সম্পর্কিত তথ্য এবং ব্যাংকের সাথে বিভিন্ন উপায়ে যোগাযোগের তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে) প্রদান করা যায়। ব্যাংকের সাথে সম্পর্কের শুরুতে এই ছোট্ট উপহারটাই একজন নতুন গ্রাহককে ব্যাংকিং সেবা ও ব্যাংক সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা দেবে, আর তখন থেকে ঐ গ্রাহকই হবে ব্যাংকের সেরা বিজ্ঞাপনদাতা।

লোগোসম্বলিত চাবির রিং

ছোট্ট অথচ কার্যকরী এই উপহারের নতুন ধারণা প্রয়োগের মাধ্যমে আমাদের শাখায় গত দেড় মাসে যেসব নতুন গ্রাহক সংযুক্ত হয়েছে তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আরও বেশ কিছু নতুন গ্রাহক তৈরি হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত এ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশের চায়ের দোকান কিংবা অন্য কোনো জনাকীর্ণ আড্ডায় বা আলোচনায় পুরাতন গ্রাহকদের মন্তব্যে 'জনতা ব্যাংকের সেবার মান আগের চেয়ে অনেকগুণ ভালো হয়েছে' বলতে শোনা যাচ্ছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মহোদয়ের "১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩" এ সময়ের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১০১ দিনের প্রোগ্রামে সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে কতগুলো নতুন হিসাব খোলা হলো বা কত টাকা নতুন আমানত সংগৃহীত হলো কিংবা কত টাকার নতুন ঋণ বিতরণ করা হলো সবকিছুর গুরুত্ব ছাপিয়ে যে বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে তা হলো- শাখার কর্মকর্তা, কর্মচারী সবাই ব্যাংকটাকে নিজের মনে করতে শিখছে। বর্তমানে শাখার সকল কর্মকর্তা গ্রাহকদের সাথে কুশলাদি বিনিময়, সমাদর কিংবা ক্যাশ কাউন্টারে দাঁড়ানোর পরিবর্তে (বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা, গুরুত্বপূর্ণ হিসাবধারী, স্কুল কলেজের শিক্ষক, বয়স্ক ব্যক্তি, অসুস্থ ও প্রতিবন্ধী গ্রাহকসহ সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ) আলাদাভাবে টাকাটা নিয়ে জমা করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার মতো কাজগুলো নিজের মনে করে সম্পাদন করছে। এ বিষয়ে এরিয়া প্রধান, টাঙ্গাইল-এর ডিজিএম ফারজানা খালেক মহোদয় বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ কথা সবারই জানা, নতুন গ্রাহক তৈরির পর তাদের সাথে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখতে আন্তরিক সেবা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের কোনো বিকল্প নেই।

পার্সোনাল ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইনফরমেশন কার্ড

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সংক্রান্ত ২য় মতবিনিময় সভা

৪র্থ শিল্পবিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে জনতা ব্যাংক ইনোভেশন কমিটির ২০২২-২৩ এর ২য় মতবিনিময় সভা ২ জুন ২০২৩ তারিখে জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেটে অনুষ্ঠিত হয়। বিভাগীয় কার্যালয়ের জিএম মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ও ইনোভেশন কমিটির সকল সদস্য ছাড়াও বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট এবং এরিয়া অফিস, সিলেটের আওতাধীন বিভিন্ন শাখার নির্বাহী-কর্মকর্তাগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভার সভাপতি ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের আইসিটি ডিভিশনের জিএম ও ইনোভেশন অফিসার (আইও) মোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার।

নতুনরূপে জনতা ব্যাংক লিমিটেড যশোরের চাঁচড়া শাখা

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উন্নত ব্যাংকিং সেবা প্রদান করার লক্ষ্যে যশোরের চাঁচড়া শাখা ২৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে নতুন ভবনে কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রধান অতিথি হিসেবে বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনা-এর জিএম অরুন প্রকাশ বিশ্বাস এবং এরিয়া অফিস, যশোর-এর ডিজিএম মোঃ জাকির হোসেন যৌথভাবে শাখাটির শিফটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এ সময় খুলনা এরিয়া অফিসের ডিজিএম মোঃ মিজানুর রহমান, এম কে রোড কর্পোরেট শাখার এজিএম (ইনচার্জ) শেখ সাজ্জাদুর রহমান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় কম্পিউটারের ব্যবহার ও ChatGPT

মোহাম্মদ জাবেদ হোসেন
পিও-আইটি
আইসিটিডি-সিস্টেম
জনতা ব্যাংক লিমিটেড

ChatGPT হলো একটি কথোপকথনমূলক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence) মডেল যা OpenAI দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। https://chat.openai.com ওয়েব সাইট লিংক- এর মাধ্যমে এটি ব্যবহার করা হয়। এর পূর্ণরূপ হলো- Chat Generative Pre-trained Transformer। এ প্রযুক্তি মেশিন লার্নিং মডেলের মাধ্যমে মানুষের মতো টেক্সট রেসপন্স তৈরি করতে সক্ষম।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও চিন্তাশক্তিকে কম্পিউটার দ্বারা সম্পাদন করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তির দুনিয়ায় নতুন যুগের সূচনা করেছে চ্যাটজিপিটি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে তাদের কার্যক্রমের ধরন পরিবর্তন করতে শুরু করেছে। বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানেও এর পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কম্পিউটারের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দেবে।

চ্যাটজিপিটি একজন প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর ডিজিটাল সহকারী হিসেবে কাজ করে। চ্যাটজিপিটি চালুর মাত্র দুই মাসের মধ্যে এর কার্যক্রম প্রায় বেশিরভাগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছে গেছে। বয়স, পেশা নির্বিশেষে সবাই এখন চ্যাটজিপিটির সঙ্গে 'কথা' বলতে চায়। যদিও নতুন এই প্রযুক্তির সঙ্গে কথা বলতে হয় কিবোর্ড টাইপ করে।

চ্যাটজিপিটি বদলে দিতে পারে ব্যক্তিগত শেখার অভিজ্ঞতা। বিশ্বের প্রায় সব গণমাধ্যমেই এখন প্রতিদিন এ সংক্রান্ত কোনো না কোনো সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে চলছে এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী 'বিল গেটস' মনে করেন চ্যাটজিপিটি বিশ্বকে আমূল বদলে দেবে। চ্যাটজিপিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে মানসম্মত শিক্ষা আরও সহজলভ্য হবে, ফলে কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও ক্যারিয়ার গঠনে সহায়ক হবে। অনেকের ধারণা, নতুন এ প্রযুক্তিসেবার কারণে কয়েকটি পেশা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

চ্যাটজিপিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে যেসব পেশা/চাকরি হুমকির মুখে পড়তে পারে সেগুলো হলো:

ক) হিসাবরক্ষক, খ) কনটেন্ট রাইটার, গ) কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজার, ঘ) ট্রান্সলেটর, ঙ) ডাটা-এন্ট্রি সুপারভাইজার, চ) আইন পরামর্শক, ছ) সাংবাদিকতা, জ) শিক্ষকতা, ঝ) ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্ট, ঞ) ট্রেডার্স, ট) গ্রাফিক্স ডিজাইনার ইত্যাদি।

রোবটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দুনিয়ায় ইতোমধ্যে প্রযুক্তি অনেক দূর এগিয়েছে। অচিরেই মানুষের বহু কাজের বিকল্প হয়ে উঠতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞমহল। ওয়াল স্ট্রিটের মতো স্টক এক্সচেঞ্জগুলোর ট্রেডিং থেকে শুরু করে ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং সবই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা টুলের সাহায্যে করা সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে রোবটের মাধ্যমে গ্রাহককে সেবা দেওয়া হচ্ছে। চ্যাটজিপিটি প্রযুক্তির ফলে এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং সেবার পরিসর আরও বিস্তৃত হবে।

চ্যাটজিপিটি যেসব ক্ষেত্রে কাজ করতে পারে

১। প্রযুক্তিগত চাকরিতে, ২। গণমাধ্যমে, ৩। শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতে, ৪। পুঁজি বাজারের কাজে, ৫। বাজার গবেষণা বিশ্লেষণে, ৬। কনভারসেশন অ্যান্ড ইন্টাররেকশনে, ৭। পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে, ৮। তথ্যপুনরুদ্ধার ও সংক্ষিপ্তকরণে, ৯। ভাষা ট্রান্সলেশনে, ১০। কনটেন্ট জেনারেট করতে, ১১। শিক্ষাবিষয়ক সহায়তা প্রদানে, ১২। সাইকোলোজিকাল পরামর্শ প্রদানে, ১৩। এন্টারটেইনমেন্ট ও ট্রেনিং প্রদানে, ১৪। রাইটিংয়ের কাজে, ১৫। টেকনিক্যাল সহায়তায়, ১৬। সহজে যেকোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে ইত্যাদি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন প্রযুক্তির মধ্যে চ্যাটজিপিটি এ সময়ের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উদ্ভাবন। তথ্যের জগতের সেরা সফটওয়্যার গুগল-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবা হচ্ছে এই চ্যাটবট প্রযুক্তিকে। আগামীতে এর কার্যক্রম কতদূর বিস্তৃত হয় এখন সেদিকেই সবার লক্ষ্য।

আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতায় জনতা ব্যাংক কর্মকর্তার কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ

ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যের ভূবনেশ্বর শহরে ১১-১৮ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪তম কিট আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ডমাস্টার দাবা প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের পক্ষে জনতা ব্যাংকের সিনিয়র অফিসার ও দাবার ফিদে মাস্টার সৈয়দ মাহফুজুর রহমান অংশগ্রহণ করে ২য় সর্বোচ্চ পয়েন্ট পেয়ে ২১০০-২২০০ রেটিং ক্যাটাগরিতে রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উল্লেখ্য, এ প্রতিযোগিতায় ১৪টি দেশে ৩০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া সৈয়দ মাহফুজুর রহমান ২-১০ মে ২০২৩ তারিখে ঢাকার হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে স্বাগতিক বাংলাদেশের হয়ে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য (যুগ্মভাবে ৪র্থ স্থান) অর্জন করেন।

ডেঙ্গু জ্বর একটি মশাবাহিত ভাইরাস সংক্রমণজনিত রোগ। এডিস মশার কামড়ে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, ল্যাটিন আমেরিকা এবং আফ্রিকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। বাংলাদেশ ও ভারতে প্রধানত প্রাক-গ্রীষ্ম এবং বর্ষার সময় এই রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। সাধারণত জুলাই থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বর বিস্তার লাভ করে। কারণ, এ সময়টিতে এডিস মশার বিস্তার ঘটে। কিন্তু এবার দেখা যাচ্ছে ডেঙ্গু জ্বরের সময়কাল আরো এগিয়ে এসেছে। এখন জুন মাস থেকেই ডেঙ্গু জ্বরের সময় শুরু হয়ে যাচ্ছে।

ঢাকার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন জেলায় ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ অতীতে যে কোনো সময়ের তুলনায় বেশি। গবেষণায় পাওয়া গেছে, এডিস মশা শুধু দিনে নয়, রাতেও কামড়ায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ডেঙ্গু জ্বর নিয়ে মানুষের মাঝে প্রবল উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। কারণ, বিনা চিকিৎসায়, ভুল চিকিৎসায়, এবং দেরিতে চিকিৎসার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে।

ডেঙ্গু হলে সাধারণত যেসব লক্ষণ দেখা যায়

তীব্র জ্বর, প্রচন্ড শরীর ব্যথা, বিশেষ করে কোমর ব্যথা, চোখের পেছনে ব্যথা, মাথা ব্যথা, বমি বমি ভাব বা বমি করা, গায়ে র‍্যাশ। তবে বর্তমান সময়ের ডেঙ্গুতে এমনটা নাও থাকতে পারে।

ডেঙ্গুর পরিবর্তিত রূপ

ডেঙ্গু জ্বরের ধরনে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। একসময় চিকিৎসকরা সর্দি কাশি থাকলে আর ডেঙ্গু ভাবতো না। এখন আর সে রকম মনে করলে হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, আউটব্রেকের সময় যেকোনো জ্বর দেখা দিলেই শুরুতেই ভাবতে হবে- আমি আউটব্রেকের কবলে পড়েছি কিনা। বর্তমানে এটাই হচ্ছে স্বাস্থ্য সতর্কতামূলক নির্দেশনা। একটা সময় ডেঙ্গু হলে র‍্যাশ হতো, এখন র‍্যাশ দেখা যায় না খুব একটা। এবছর জ্বরের তীব্রতাতেও পরিবর্তন এসেছে, অনেকের ১০০-১০১ এ ডেঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। প্রচন্ড শরীর ব্যথার কারণে আগে এটাকে ব্রেক বোন ফিভার বলতো, এবছর সেই ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। আগে ৫-৬দিনের দিন রোগীর কন্ডিশন খারাপ হতো, এখন ৩দিনের মাথাতেই এমনকি জ্বরের ১-২ দিনেও কেউ কেউ ক্রিটিকাল কন্ডিশনে চলে যাচ্ছে।

ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি ধরন

ডেঙ্গু জ্বরের তিনটি ভাগ রয়েছে। এ ভাগগুলো হচ্ছে - এ, বি এবং সি। প্রথম ক্যাটাগরির রোগীরা নরমাল থাকে। তাদের শুধু জ্বর থাকে। অধিকাংশ ডেঙ্গু রোগী 'এ' ক্যাটাগরির। তাদের হাসপাতালে ভর্তি হবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না। 'বি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু রোগীদের সবই স্বাভাবিক থাকে, কিন্তু শরীরে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়। যেমন, তার পেটে ব্যথা হতে পারে, বমি হতে পারে, কিংবা সে কিছুই খেতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, দুদিন জ্বরের পরে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হওয়াই ভালো। 'সি' ক্যাটাগরির ডেঙ্গু জ্বর সবচেয়ে খারাপ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র বা আইসিইউ'র প্রয়োজন হতে পারে।

ডেঙ্গু রোগের ঘরোয়া চিকিৎসা

- ডেঙ্গু আক্রান্ত হলে বিশ্রাম নিতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি এবং তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে। শরীরে জলীয় অংশ বেশি থাকলে মাথাব্যথা ও পেশিব্যথা কম হবে।
- ডেঙ্গু রোগীর প্লাটিলেট কমে যায়। তাই প্লাটিলেট বাড়ে এমন খাবার খেতে হবে। যেমন- সাইট্রাস ফল, কাঠবাদাম, দই, সূর্যমুখী বীজ, গ্রিন টি, ক্যাপসিকাম, ব্রোকলি, পালংশাক, আদা, রসুন ও হলুদ।
- পেয়ারার শরবত পান করা যেতে পারে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ এই পানীয়টি রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে ডেঙ্গু সংক্রমণ উপশম করবে।
- রক্তের প্লাটিলেট বাড়াতে নিম পাতার রস ভালো কাজ করে।

ডেঙ্গু জ্বরের সতর্কতা

- মশার কামড়ের হাত থেকে নিজেকে ও পরিবারের সবাইকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।
- বাড়ির চারপাশে পানি জমতে দেওয়া যাবে না। জমে থাকা পানিতে মশারা বংশবিস্তার করে। গাছের টব, ফুলদানি এসব স্থানে জমে থাকা পানি ফেলে দিতে হবে।
- লম্বা হাতার শার্ট, ফুল প্যান্ট ও মোজা পরে থাকতে হবে।
- রাতে, এমনকি দিনেও শোবার সময় মশারী ব্যবহার করতে হবে।

ডেঙ্গু রোগীর কিডনি কিংবা লিভারে সমস্যা, পেট ব্যথা, বমি অথবা অন্তঃসত্ত্বা, অথবা জন্মগত যদি কোনো সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তাকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে। অনেক সময় রোগীর জন্য আইসিইউ বা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রের প্রয়োজন হতে পারে। এর বাইরে জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো রোগীর দাঁতের মাড়ি বা নাক বা মলদ্বার দিয়ে রক্ত পড়া শুরু হয়, স্বাভাবিক প্রসাবের পরিমাণ কমে গেলে বা শ্বাসকষ্ট হলে দেরি করা উচিত নয়। রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করাতে হবে ।

নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বাসায় প্রাথমিক পরিচর্যা ও চিকিৎসা শুরু করা ভালো। মনে রাখবেন ডেঙ্গু জ্বরের সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই।

-বুলেটিন ডেস্ক

শাখা স্থানান্তর

এপ্রিল থেকে জুন ২০২৩
বিডিএমডি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

পুরাতন ঠিকানা	নতুন ঠিকানা
১. নাটোর একাডেমী শাখা, নাটোর সড়কের নাম: লালবাজার ওয়ার্ড নম্বর: ২ পৌরসভার নাম: নাটোর ডাকঘর: নাটোর থানা: নাটোর জেলা: নাটোর ভবনের নাম: আলফাতাহ ভবন মালিকের নাম: সুলতান মাহমুদ	**১. নাটোর একাডেমী শাখা, নাটোর** হোল্ডিং নম্বর: ২৭১ সড়কের নাম: পিলখানা ওয়ার্ড নম্বর: ২ পৌরসভার নাম: নাটোর ডাকঘর: নাটোর থানা: নাটোর, জেলা: নাটোর ভবন মালিকের নাম: তমিজ উদ্দীন আহম্মেদ ওয়াকফ স্টেটের পক্ষে মোতওয়াল্লী মোঃ টিপু সুলতান স্থানান্তরের তারিখ: ২৪.০৪.২০২৩
২. বিষয়খালী শাখা, ঝিনাইদহ গ্রাম/এলাকা: বিষয়খালী ইউনিয়ন: ৭ নং মহারাজপুর ডাকঘর: খড়িখালী থানা: খড়িখালী জেলা: ঝিনাইদহ ভবন মালিকের নাম: মোছাঃ সুফিয়া কামাল	**২. বিষয়খালী শাখা, ঝিনাইদহ** গ্রাম/এলাকা: বিষয়খালী ইউনিয়ন: ৭ নং মহারাজপুর ডাকঘর: খড়িখালী, থানা: খড়িখালী জেলা: ঝিনাইদহ ভবনের নাম: শিপন মার্কেট ভবন মালিকের নাম: খন্দকার মখলেচুর রহমান শামীমা নাছরিন স্থানান্তরের তারিখ: ০৭.০৫.২০২৩
৩. আড়ানী শাখা, রাজশাহী ওয়ার্ড নম্বর: ৬ পৌরসভা: আড়ানী ডাকঘর: আড়ানী থানা: বাঘা জেলা: রাজশাহী ভবন মালিকের নাম: মোঃ আঃ আজিজ দিং	**৩. আড়ানী শাখা, রাজশাহী** হোল্ডিং নম্বর: ৫৭৯ সড়কের নাম: বাঘা রোড ওয়ার্ড নম্বর : ৬ পৌরসভার নাম: আড়ানী ডাকঘর: আড়ানী, থানা: বাঘা জেলা: রাজশাহী ভবন মালিকের নাম: মোঃ মনোয়ার হোসেন দিং স্থানান্তরের তারিখ: ২৮.০৫.২০২৩
৪. খানজাহান আলী রোড শাখা, খুলনা হোল্ডিং নম্বর: ৩৮/৪৪ সড়ক নম্বর: সিমেন্ট্রি রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২৩ সিটি কর্পোরেশন: খুলনা ডাকঘর: খুলনা সদর থানা: খুলনা সদর জেলা: খুলনা ভবন মালিকের নাম: শুভ্র জ্যোতি দাস রুদ্র জ্যোতি দাস, ইন্দ্রজ্যোতি দাস	**৪. খানজাহান আলী রোড শাখা, খুলনা** হোল্ডিং নম্বর: ৪৬/০১ সড়কের নাম: সিমেন্ট্রি রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২৩, সিটি কর্পোরেশন: খুলনা ডাকঘর: খুলনা সদর থানা: খুলনা সদর, জেলা: খুলনা ভবনের নাম: শিপরাইট কমপ্লেক্স ভবন মালিকের নাম: কাজী ফয়েজ মাহমুদ ওরফে কাজী ফয়েজ আহম্মেদ স্থানান্তরের তারিখ: ২৫.০৬.২০২৩
৫. ধামরাই শাখা, ঢাকা হোল্ডিং নম্বর: বি-২৫০ সড়কের নাম: ধামরাই বাজার রোড ওয়ার্ড নম্বর: ৩ ডাকঘর: ধামরাই-১৩৫০ থানা: ধামরাই জেলা: ঢাকা ভবনের নাম: হাজী রহিম বক্স মার্কেট	**৫. ধামরাই শাখা, ঢাকা** হোল্ডিং নম্বর: বি-২৯/১ সড়কের নাম: ধামরাই বাজার রোড ওয়ার্ড নম্বর: ৩ পৌরসভা: ধামরাই ডাকঘর: ধামরাই-১৩৫০ থানা: ধামরাই জেলা: ঢাকা স্থানান্তরের তারিখ: ১৬.০৪.২০২৩
৬. নূতন বাজার শাখা, ময়মনসিংহ হোল্ডিং নম্বর: ৬ সড়কের নাম: শ্যামাচরণ রায় রোড ওয়ার্ড নং: ১০ থানা: কোতয়ালী জেলা: ময়মনসিংহ	**৬. নূতন বাজার শাখা, ময়মনসিংহ** হোল্ডিং নম্বর: ২৪/ক সড়কের নাম: কালী শংকর গুহ রোড ওয়ার্ড নং: ৭, থানা: কোতয়ালী জেলা: ময়মনসিংহ ভবনের নাম: আফরোজা ম্যানসন স্থানান্তরের তারিখ: ০৪.০৬.২০২৩
৭. গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা। হোল্ডিং নম্বর: ১৩৯-১৪০ সড়কের নাম: গ্রীন রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২৭ সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর থানা: শেরে বাংলা নগর জেলা: ঢাকা ভবনের নাম: গ্রীন সুপার মার্কেট	**৭. গ্রীন রোড কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।** হোল্ডিং নম্বর: ৭২ সড়কের নাম: গ্রীন রোড ওয়ার্ড নম্বর: ২৭ সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তর থানা: তেজগাঁও, জেলা: ঢাকা ভবনের নাম: হাইড্রোলজি ভবন-১ স্থানান্তরের তারিখ: ০২.০৪.২০২৩
৮. চাঁচড়া শাখা, যশোর হোল্ডিং নম্বর: পৌর হোল্ডিং নং-৪৬ সড়কের নাম: রাজা বরদাকান্ত রোড ওয়ার্ড নম্বর: ৫ পৌরসভা: যশোর পৌরসভা থানা: কোতয়ালী জেলা: যশোর	**৮. চাঁচড়া শাখা, যশোর** সড়কের নাম: যশোর খুলনা মহাসড়ক ওয়ার্ড নম্বর: ৫ পৌরসভা: যশোর পৌরসভা থানা: কোতয়ালী জেলা: যশোর স্থানান্তরের তারিখ: ২৪.০৪.২০২৩ ভবনের নাম: রহমান সুপার মার্কেট
৯. টংগিবাড়ী শাখা, মুন্সিগঞ্জ গ্রাম/এলাকা: টংগিবাড়ী বাজার ইউনিয়ন: সোনারং টংগিবাড়ী থানা: টংগিবাড়ী জেলা: মুন্সিগঞ্জ ভবনের নাম: হাজী আলতাফউদ্দিন ভবন	**৯. টংগিবাড়ী শাখা, মুন্সিগঞ্জ** গ্রাম/এলাকা: টংগিবাড়ী বাজার মৌজার নাম: টংগিবাড়ী মৌজা ইউনিয়ন: সোনারং টংগিবাড়ী থানা: টংগিবাড়ী জেলা: মুন্সিগঞ্জ স্থানান্তরের তারিখ: ১৪.০৫.২০২৩ ভবনের নাম: তালুকদার প্লাজা

চলে গেলেন যারা

এপ্রিল থেকে জুন ২০২৩ :
পিএমআইএস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে

নাম ও পদবী : আলী আরশাদ, কেয়ারটেকার (গার্ড)
যোগদান তারিখ : ০১.০৯.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ১৭.০৪.২৩২৩
শেষ কর্মস্থল : রিকনসিলিয়েশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ ফজলুর রহমান, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৩.০৪.১৯৯০
মৃত্যু তারিখ : ১৭.০৪.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : ফরেন এক্সচেঞ্জ কর্পোরেট শাখা, সিলেট

নাম ও পদবী : মুহাম্মদ আরিফুল হাসান, প্রিন্সিপাল অফিসার
যোগদান তারিখ : ২৩.০৬.২০১০
মৃত্যু তারিখ : ২৩.০৪.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা

নাম ও পদবী : মোঃ নাছির উদ্দিন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ০১.০৭.১৯৯১
মৃত্যু তারিখ : ১০.০৫.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম

নাম ও পদবী : শেখ মোঃ ইলিয়াছ, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (গ্রেড-১)
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ২৮.০৫.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : আসাদগঞ্জ কর্পোরেট শাখা, চট্টগ্রাম

নাম ও পদবী : মোঃ আব্দুল আলীম, সাপোর্ট স্টাফ (ক্যাটাগরি-২)
যোগদান তারিখ : ২০.০৪.২০১১
মৃত্যু তারিখ : ০৩.০৬.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : ভুরুঙ্গামারী শাখা, কুড়িগ্রাম

নাম ও পদবী : মোহাম্মদ ইয়াসিন, সিনিয়র অফিসার
যোগদান তারিখ : ১৮.১২.১৯৮৯
মৃত্যু তারিখ : ০৭.০৬.২০২৩
শেষ কর্মস্থল : লোকাল অফিস, ঢাকা

জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯২২ ও ৯২৩তম শাখা উদ্বোধন

বশেফমুবিপ্রবি শাখা, জামালপুর: বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বশেফমুবিপ্রবি) জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ৯২২তম শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। ১৫ জুন ২০২৩ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ কামরুল আলম খান শাখাটির উদ্বোধন করেন। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর মোঃ রমজান বাহারসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

বারহাট্টা শাখা, নেত্রকোনা: ২৬ জুন ২০২৩ তারিখে নেত্রকোনার বারহাট্টায় জনতা ব্যাংকের ৯২৩তম শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক রফিক আহমেদ। বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাফিজুর রহমান মোল্লাসহ ব্যাংকের অন্যান্য নির্বাহী, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জনতা ব্যাংকের ইতিবৃত্ত: '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩'

কোভিড-১৯ পরবর্তী বৈশ্বিক আর্থিক বিপর্যয় এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে অর্থনীতির বিভিন্ন সূচকের পাশাপাশি ব্যাংকিং সেক্টরে আমানত হ্রাস, রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাসসহ ঋণ আদায়ে নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ ছাড়া কোভিডকালীন ব্যাংক ঋণগ্রহীতাকে কিস্তি পরিশোধে বিশেষ সুবিধা প্রদান করায় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে ধীরগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং ব্যাংকে Stressed Loan-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন বিশ্ব পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং সেক্টরে অধিকতর সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেওয়ার বিষয়েও বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রদান করছেন। এ কারণে দৈনন্দিন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি বিশেষ কর্মসূচির আওতায় কিছু ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি যোগদানকৃত জনতা ব্যাংক লিমিটেডের এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার মহোদয় ব্যাংকের স্বার্থে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। সে উদ্যোগের অংশ হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে উজ্জীবিত এবং সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩' গ্রহণ করা হয়েছে।

- সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রমের সর্বস্তরে বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন নিশ্চিতকরণ
- মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের নিমিত্ত যথাস্থানে যোগ্য ব্যক্তি (Proper Man in Proper Place) পদায়ন নিশ্চিতকরণ
- ব্যাংকের তারল্য অবস্থার উন্নতিকল্পে আমানত সংগ্রহ জোরদারকরণ
- বৈদেশিক রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট হ্রাসকরণ
- নিয়মিত ঋণ যথাসময়ে আদায়সহ শ্রেণিকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায় জোরদারকরণ
- সম্পদের গুণগত মানোন্নয়নকল্পে নতুন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে সকল প্রকার Due Diligence প্রয়োগ করে Quality Lending করা এবং খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে শ্রেণিকৃত ঋণ হ্রাসকরণ
- CMSME খাতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বিস্তারের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান
- সকল প্রকার পরিচালন ব্যয় হ্রাসে সর্বোচ্চ কৃচ্ছতাসাধন

উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে প্রণীত '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩' ২ মে ২০২৩ তারিখ থেকে ৩১ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করে জনতা ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সূচকসমূহে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়নের নিমিত্ত যেসব কর্মসূচি রয়েছে সেগুলো হলো- উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রস্তুতিমূলক সপ্তাহ, মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সপ্তাহ, গ্রাহকসেবা সপ্তাহ, ফরেন রেমিট্যান্স আহরণ পক্ষ, আমানত সংগ্রহ পক্ষ, ঋণ আদায় পক্ষ, সিএমএসএমই ঋণ বিতরণ পক্ষ (ঋণ মেলা), মামলা নিষ্পত্তিকরণ সপ্তাহ, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সপ্তাহ ও মূল্যায়ন। কর্মপরিকল্পনাটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও তদারকির লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহীদের সমন্বয়ে একজন সিনিয়র ডিএমডির নেতৃত্বে ১১ জনের একটি 'কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও তদারকি কমিটি' গঠন করা হয়েছে। কমিটি পাক্ষিক ভিত্তিতে বিভাগভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করবে এবং মাসিক ভিত্তিতে এমডি অ্যান্ড সিইও মহোদয়ের উপস্থিতিতে সকল বিভাগীয় কার্যালয়, এরিয়া অফিস ও শাখাপ্রধানদের সাথে সামগ্রিক কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা সভার অয়োজন করবে।

ব্যাংকের স্বার্থ বিবেচনায় ব্যাংক ইতিপূর্বে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকলেও সদ্য যোগদানকৃত এমডি অ্যান্ড সিইও মোঃ আব্দুল জব্বার মহোদয়ের নির্দেশনায় গৃহীত '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩' এবারই প্রথম। জনতা ব্যাংকের সামগ্রিক আর্থিক ও ব্যবসায়িক সূচকসমূহে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় উন্নয়নের লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার এ বিশেষ পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত ও নির্দেশিত হয়েছে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনতা ব্যাংক ইতোমধ্যে কার্যকরভাবে এর সুফল পেতে শুরু করেছে।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও আর্থসামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার নিয়ে জনগণের সেবায় জনতা ব্যাংক লিমিটেড স্বাধীনতার পর থেকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদের সঠিক দিকনির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ব্যাংকের সার্বিক অবস্থার অধিকতর উন্নতি অর্জন সম্ভব হবে '১০১ দিনের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা-২০২৩' তারই ইঙ্গিত বহন করছে। জনতা ব্যাংক লিমিটেডের সামগ্রিক এ প্রচেষ্টা সফল হোক এমনটাই সবার কাম্য।

সূত্র: নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১২০৫/২৩ তারিখ: ২৩ মে ২০২৩

***উষাতন চাকমা**, পিও, আরপিএসডি*

রিসার্চ, প্ল্যানিং অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকস ডিপার্টমেন্ট, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ৪৮ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০, ফোন: ৮৮-০২-৪৭১২০১৭৯
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৫৫৮৬১৪, ইমেইল: rps@janatabank-bd.com, ওয়েবসাইট: www.janatabank-bd.com, jb.com.bd কর্তৃক প্রকাশিত এবং
জে. এম. প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, কে ওয়াই প্লাজা (৪র্থ ফ্লোর), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা, ই-মেইল: jmprinters14@gmail.com হতে মুদ্রিত

আলোকচিত্রী
মোঃ আব্দুল ফাত্তাহ